মাহমুদ আহমদ সুমন

মাতৃভাষাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে। প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা অপরিসীম। পবিত্র কুরআন পাঠে জানা যায় পৃথিবীতে যত নবী রাসূলের আগমণ ঘটেছে, তারা সবাই নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই আল্লাহ্‌পাকের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাতেন। এছাড়া পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, সব ভাষাই আল্লাহ্‌ কর্তৃক সৃষ্ট। একেক জাতির জন্য একেক ভাষা সৃষ্টি করা এটা আমাদের ওপর আল্লাহ্‌ তা'লার বিশেষ কৃপা। সকল জাতিকে হেদায়াতের জন্য যেমন আল্লাহ্‌পাকের পয়গম্বর এসেছেন, তেমনি সকল জাতির স্ব-স্ব ভাষাতেই আল্লাহ্‌ তা'লার ওহী-ইলহাম নাজিল হয়েছে।

আল্লাহ্‌ তা'লা প্রত্যেক জাতির মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তাদের নিজস্ব ভাষায় আসমানি কিতাব অথবা কিতাববিহীন প্রত্যাদিষ্টকে ওহী দ্বারা পাঠিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন 'আর আমরা প্রত্যেক রসূলকে তার জাতির ভাষাতেই ওহীসহ পাঠিয়েছি, যাতে সে স্পষ্টভাবে আমাদের কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারে' (সূরা ইবরাহীম: ৫)।

মানুষের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার সাথে তার উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আল্লাহ্‌ পাক বলেন 'আর তার নিদর্শনাবলীর মাঝে রয়েছে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও রঙের বিভিন্নতাও। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে' (সূরা আর রূম: ২৩)। ভাষা ও রঙের এই বিভিন্নতা সুপরিকল্পিত, যার পশ্চাতে পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। আকাশ-মালা ও বিশ্বজগত সেই পরিকল্পনাকারীর সৃষ্টি। বর্ণের ও ভাষার বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগমন-নির্গমন ঘটে চলেছে। কিন্তু তবুও এই বিভিন্নতার অন্তরালে স্থায়ীভাবে প্রবহমান রয়েছে একতা ও মানবতার ঐক্য। আর মানবতার এই ঐক্য যুক্তিগ্রাহ্যভাবে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে সৃষ্টিকর্তাও একজনই। মানবজাতির সূচনালগ্নে ভাষা ছিল একটিই এবং তা ছিল ইলহামী-ভাষা। এরপর মানুষ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার ফলে এলাকা পরিবর্তনের সাথে সাথে ভাষারও পরিবর্তন হতে থাকে। এভাবেই সূচনাতে মানুষের রংও ছিল একই রকম। এরপর গ্রীষ্ম, শীত এবং নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা অনুযায়ী তার রঙ্গেরও পরিবর্তন হতে থাকে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ফেব্রুয়ারি মাস অত্যন্ত গুরত্ববহ একটি মাস। ১৯৫২ সালের এই মাসের ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই'-এ দাবিতে বাঙালিরা যখন রাজপথে নেমে এসেছিল, তখন পাকিস্তানিরা তার জবাব দিয়েছিল বুলেটের মাধ্যমে। বাংলার দামাল ছেলেরা মাতৃভাষা বাংলার জন্য বুকের তাজা রক্তে রাজপথ করেছিল রঞ্জিত। সেই রক্তের ছোঁয়া পেয়ে আশ্চর্য দ্রুততায় গোটা জাতি জেগে উঠেছিল তার শেকড়ের টানে। পাকিস্তানিদের সৃষ্টি করা সাম্প্রদায়িকতা তাতে কোন বাধ সাধতে পারেনি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি সেদিন এক হয়ে একটিই প্রতিজ্ঞা করেছিল- মায়ের ভাষার সম্মান রাখবই, নিজের সংস্কৃতিকে ধারণ করবই।

আজ আমাদের হৃদয় গর্বে ভরে যায়, পৃথিবীর সকল দেশের জনগণ প্রতি বছর এ নদী বিধৌত পলি মাটির মনুষ্যত্ব আর গণতান্ত্রিক সমর্থনে সাধারণ মানুষ কতটা নিবেদিত প্রাণ ও দেশ প্রেমিক হতে পারে এবং কতটা আত্মত্যাগী হতে পারে, এ বিষয়ে জানছে।

সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার আর একাত্তরের ৩০ লাখ শহীদ ও দু'লাখ মা বোনের ইজ্জত হারানো শাশ্বত এ বাঙ্গালীর রক্তের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠা বাংলাদেশ, আজ পরম শ্রদ্ধায় দেদীপ্যমান সারা বিশ্বের জনগণের কাছে। রক্তের বিনিময়ে এ বাংলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা। এক ঝাঁক থোকা থোকা নাম সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারের মতো অনেকের জীবন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালি তাঁর ভাষা, স্বকীয়তা এবং গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিল।

মাতৃভাষাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে। প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা অপরিসীম। পবিত্র কুরআন পাঠে জানা যায় পৃথিবীতে যত নবী রাসূলের আগমণ ঘটেছে, তারা সবাই নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই আল্লাহ্‌পাকের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাতেন। এছাড়া পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, সব ভাষাই আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট।

রক্তের আখরে লেখা এই ২১শে ফেব্রুয়ারি। ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির নবতর উত্থান ও অভ্যুদয়ের দিন। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের সংস্কৃতির হৃৎপিন্ড। বাঙলা আমাদের দেশমাতৃকা, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলা আমাদের প্রিয় ভাষা। বাংলা ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সবার মাতৃভাষা। এই ভাষার মর্যাদার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল ধর্মাবলম্বীদের রয়েছে অবদান।

আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে মর্যাদায় উন্নীত করতে ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক কিছু, দিতে হয়েছে লাখ প্রাণের তাজা রক্ত। মাতৃভাষার জন্য বুকের রক্ত দেয়ার যে ইতিহাস বাংলার বীর সেনারা সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে আর এমন দৃষ্টান্ত নেই। বুকের তাজা রক্তের আখরে সৃষ্ট বাংলাভাষা, সময় পরিক্রমায় ৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন এই বাংলাদেশ।

সমগ্র জাতি এই মাসে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের কথা, দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে যারা পরাক্রমশালী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীনতার সূর্য পতাকা ছিনিয়ে এনেছিল। ঐ বিজয়ের পিছনে ছিল কোটি কোটি মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় ও অকুণ্ঠ সমর্থন। ছিল ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বহু রাষ্ট্র ও শান্তিকামী মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা। সর্বোপরি ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ নেতৃত্ব। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি জাতিকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনে 'যার যা আছে' তা নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে জুগিয়েছিলেন প্রেরণা।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় প্রধান চারটি আসমানি কিতাবের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি 'তাওরাত' হিব্রু ভাষায়, হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি 'ইঞ্জিল' সুরিয়ানী ভাষায়, হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি 'যাবুর' ইউনানী ভাষায় এবং বিশ্ব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর প্রতি 'আল কুরআন' আরবী ভাষায় নাযিল হয়। হযরত রাসূল করীম (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবী। তার কাছে মানবজাতির দিশারী এবং সৎ পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে সর্বশেষ আসমানী কিতাব 'আল কুরআন' অবতীর্ণ হয়। এ ঐশী ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবী। বিশ্ব নবীর মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষাণা করেছেন, 'নিশ্চয় আমরা এই কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তা দিয়ে মুত্তাকীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহকারী জাতিকে সতর্ক করতে পার' (সূরা মরিয়ম: ৯৮)। আরো বলা হয়েছে 'আর এর পূর্বে মূসার কিতাব ছিল এক পথপ্রদর্শক ও কৃপা। আর এ কুরআন হলো প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধ ভাষায় এমন এক সত্যায়নকারী কিতাব যে, তা জালেমদের সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দেয়' (সূরা আহকাফ: ১৩)। তাই আমরা বলতে পারি কোন ভাষা অপবিত্র নয় বরং সকল ভাষাই ঐশী ভাষা। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মাতৃভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব ও সম্মান দিয়ে থাকে, আর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতাও মাতৃভাষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন তিনি এক স্থানে উল্লেখ করেছেন, "নামাযের মধ্যে নিজের ভাষায় দোয়া করা উচিত। কেননা, নিজের ভাষায় দোয়া করলে পূর্ণ আবেগ সৃষ্টি হয়" (মলফুযাত, নবম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৪)।

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, "নামায আশিস মন্ডিত হবে না যতক্ষণ না নিজের ভাষায় নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা না কর। .....মাতৃভাষায় মানুষের বিশেষ এক সাধ মিশ্রিত থাকে। এ জন্য নিজের ভাষায় অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সঙ্গে নিজের কামনা-বাসনাকে রাব্বুল আলামীনের কাছে নিবেদন করা উচিত" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৫)।

তাই প্রত্যেক আহমদী মুসলমান কুরআন হাদীসের নির্ধারিত আরবী দোয়াগুলো পাঠ করার পর নিজ নিজ মাতৃভাষায় সেজদায় অবশ্যই দোয়া করে থাকে। বাঙলা বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৫ম ভাষা। আর আমাদের রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা। এ ভাষার প্রগতি, উন্নতি উৎকর্ষের জন্য কারো কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তের বিনিময়ে বাঙালি খুজে পায় নিজস্ব সত্তা। আর এর ফলেই বাঙালি লাভ করে স্বাধীন রাষ্ট্র।

মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে নিজ মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি করে দিক আর আজকের দিনে বাঙালি সংস্কৃতির নামে যে বেহায়াপনা করা হচ্ছে, তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুক। গভীর ভাবে শ্রদ্ধা জানাই সেই সব বীর শহীদ ও বীর সৈনিকদের, যারা এ ভাষার জন্য লড়েছেন এবং প্রাণ দিয়েছেন। আমরা যেন আমাদের লেখায়, কথায়, চলনে-বলনে মাতৃভাষাকে আরও বেশি করে বিশুদ্ধভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করি, আর আল্লাহ্ পাকের এই বিশেষ-দান সকল ভাষাকে শ্রদ্ধার সাথে দেখি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে তার তৌফিক দান করুন, আমীন।